চার জেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ছে শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির ‘রেইজ’ প্রকল্প

মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ এই চার জেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে ‘রেইজ’ প্রকল্পের আওতায় কাজ করে যাচ্ছে শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহযোগিতায় বাস্তবায়িত রিকভারি অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (RAISE) প্রকল্পের মাধ্যমে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলায় পিছিয়ে পড়া তরুণদের স্বাবলম্বী করে তুলছে শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি।

প্রকল্পটির মাধ্যমে শতভাগ ও প্রায় শতভাগ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে বেকারত্ব হ্রাসে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক শহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, পিছিয়ে পড়া তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই রেইজ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির উপ-সমন্বয়কারী (অগ্রসর) রাশেদ। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কেবল কারিগরি দক্ষতাই নয়, তরুণদের জীবনদক্ষতা ও কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটির রেইজ প্রকল্পের প্রতিনিধি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাস্টার ক্রাফটস পারসন উৎপল হালদার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রেইজ প্রকল্পের ইমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার সবুজ হোসাইন।

সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবে, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আলমডাঙ্গায় ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে গতকাল দুপুর ২ টায় আলমডাঙ্গা থানাধীন ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র চিহ্নিতকরণ ও সংশ্লিষ্টদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

পরিদর্শনকালে তাঁরা ভোটকেন্দ্রসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সিসিটিভি ক্যামেরার কার্যকারিতা, অবকাঠামোগত প্রস্তুতি, ভোট গ্রহণের পরিবেশ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।

এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়, যাতে ভোটাররা শান্তিপূর্ণ ও নির্ভয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

এসময় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন

করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত তৎপরতা অব্যাহত থাকবে। যে সকল ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ সেখানে বিশেষ ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আকতার, আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ বানী ইসরাইল ও চুয়াডাঙ্গাসহ জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা জেলার শ্রেষ্ঠ রোভার আল মুতাকাব্বির সাকিব

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রোভার ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট আল মুতাকাব্বির সাকিব।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পর্যায়ের পর এবার জেলা পর্যায়েও তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। এ নিয়ে জেলা পর্যায়ে চতুর্থবারের মতো শ্রেষ্ঠ রোভারের খ্যাতি অর্জন করে বিভাগীয় পর্যায়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন তিনি।

আল মুতাকাব্বির সাকিব চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হায়দারপুর গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাবেক মেম্বার শহিদুল ইসলামের পুত্র। তার এই সাফল্যের পেছনে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান এবং তার অভিভাবকসহ সকল শিক্ষাগুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেন এই কামনায় সকলের নিকট দোয়া চেয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তার অভিযানে ভাই ভাই ফুসকা হাউজকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে অস্বাস্থ্যকরভাবে খাদ্য প্রস্তুতের দায়ে একটি খাবার প্রতিষ্ঠানকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গ্তকাল রোববার দুপুর বারোটায় চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার কবরী রোডে অবস্থিত মেসার্স ভাই ভাই ফুচকা হাউজে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, আগে সতর্ক করার পরও প্রতিষ্ঠানটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুত করছিল। অভিযানের সময় ফুচকার জন্য পচা আলু, মেয়াদোত্তীর্ণ দই ও অন্যান্য পণ্য ব্যবহার, আগের দিনের বাসি চিকেন ও বিভিন্ন খাবার ফ্রিজে সংরক্ষণ করে পুনরায় তেলে গরম করে বিক্রি, কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা এবং প্রয়োজনীয় লাইসেন্স না থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসব অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৩ ধারায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক ওহিদুল ইসলামকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে পচা আলু ও বাসি খাবার জব্দ করে ধ্বংস করা হয় এবং আগামী তিন দিনের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।”

অভিযানে সহযোগিতা করেন, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নার্গিস জাহান এবং চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি দল।

চুয়াডাঙ্গায় শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত, তাপমাত্রা নেমেছে ৬.৯ ডিগ্রিতে

পৌষের শেষভাগে কনকনে শীতে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে চুয়াডাঙ্গার জনজীবন। জেলার ওপর দিয়ে মাঝারি মাত্রার শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ঘন কুয়াশা পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। কুয়াশার ফোঁটা বৃষ্টির মতো ঝরছে, ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায়, বুধবার (৭ জানুয়ারি) জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এসময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। এর আগের দিন মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

টানা তিন দিন সূর্যের দেখা না মিললেও বুধবার কিছুটা রোদের দেখা মিলেছে। তবে উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা হিম বাতাস ও ঘন কুয়াশার কারণে শীতের তীব্রতা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

খুব প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া ও ছিন্নমূল মানুষজন।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান জানান, দিনে ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কম থাকায় শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে। তিনি আরো জানান, আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা আরো কমতে পারে।

এদিকে জেলার চারটি উপজেলায় শীতার্ত মানুষের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি নগদ অর্থের বরাদ্দও পাওয়া গেছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রয়োজনের তুলনায় এই সহায়তা খুবই অপ্রতুল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অতিরিক্ত শীতবস্ত্র চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ইতিমধ্যে পত্র পাঠানো হয়েছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ ।

দামুড়হুদায় বেগম খালেদা জিয়ার রুহে’র মাগফিরাত কামনায় দোয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারপারসন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া’র রুহের মাগফিরাত কামনায় দামুড়হুদায় স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা যুবদলের আয়োজনে আজ মঙ্গলবার বেলা ২টার সময় ফ্যান্টাসি চুয়াডাঙ্গা পার্ক করিডোরে এ স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা- ০২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

এসময় তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা এবং দেশ ও জনগণের অধিকার রক্ষায় তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন এ দেশের গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। তাঁর নেতৃত্বে বিএনপি একাধিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর অবদান দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শন বিএনপি নেতাকর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে এবং তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করেই দল ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান বাচ্চু’র সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন,দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম। জেলা যুবদলের সভাপতি শরিফুজ্জামান সিজার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান ঝন্টু,দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম,

সোহেল রানা সহ দামুড়হুদা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের যুবদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণ সভা শেষে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা নাজমুল হোসাইন বিপ্লবী।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন।

চুয়াডাঙ্গায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশদের সাথে দুর্ব্যবহার, তিন যুবক গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গায় পৌর এলাকার একাডেমি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্টে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও হুমকির অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত হলো রাজু ওরফে লোকাল রাজু, শাওন ওরফে লোকাল শাওনসহ তিনজনকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। সোমবার সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রাজু চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বাসিন্দা। তিনি পুরাতন মোটরসাইকেলের ব্যবসা করেন। অপরজন শাওন ওরফে লোকাল শাওনের বাড়িও একই উপজেলায়।

পুলিশ জানায়, গত শনিবার সন্ধ্যার পর চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্টে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে অভিযুক্তরা অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। এ সময় তারা পুলিশের কাজে বাধা প্রদান করেন এবং হুমকি-ধামকি দেন বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি

ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে গতকাল রোববার (৪ জানুয়ারি) চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে রাজু, শাওনসহ তিনজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলার পর রাতেই জেলা গোয়েন্দা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

এ বিষয়ে জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মশিয়ার রহমান বলেন, গ্রেপ্তারকৃতদের সকাল সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গার সীমান্ত এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি

যশোরে মাথায় গুলি করে বিএনপি নেতা আলমগীর হোসেন (৫৫) কে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত আলমগীর হোসেন যশোর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও নগর বিএনপির সাবেক সদস্য ছিলেন। তিনি যশোর শহরের শংকরপুর এলাকার বাসিন্দা।

এ ঘটনায় দুর্বৃত্তরা গুলি চালানোর পর যাতে অপরাধীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার ভোর আনুমানিক সকাল ৭টার দিকে ৬ বিজিবি সতর্কতা জারি করে। ঘটনার পরপরই চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির অধিনায়ক তার দায়িত্বপূর্ণ জেলার সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও পাহারা জোরদার করেন এবং অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়।

রবিবার (৪ জানুয়ারি) সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, অপরাধীদের দেশত্যাগ ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় নিশ্ছিদ্র নজরদারি নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি নিয়মিত টহলের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় টহল কার্যক্রম দ্বিগুণ করা হয়েছে।

এছাড়া সীমান্ত দিয়ে চলাচলকারী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করে দুষ্কৃতকারীদের আটকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানানো হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান বলেন, “এই জঘন্য অপরাধে জড়িতরা যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সে জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম রিজিয়ন, যশোর বিজিবির নির্দেশনায় সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।”

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের সকল প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনে যাচাই-বাছাই শেষে সকল মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সকল প্রার্থীর উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়। যাচাই শেষে আসন দুটির ১১ প্রার্থীর মনোনয়নপত্রই বৈধ ঘোষণা করা হয়।

গত সোমবার সকাল থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রার্থীরা। এর মধ্যে

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ছয়জন এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে পাঁচজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে বৈধ প্রার্থীরা হলেন- বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দুজন প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব ও জহুরুল ইসলাম, এবি পার্টির প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং এনসিপির প্রার্থী মোল্লা ফারুক এহসান।

চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে বৈধ প্রার্থীরা হলেন- বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী ও বিজিএমইএ সভাপতি, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন, বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী নুর হাকিম, এবি পার্টির জেলা আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. জহুরুল ইসলাম।

এদিকে, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত দুই প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হওয়ায় যে কোন একজনকে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। অন্যত্থায় দুজনের প্রার্থীতাই বাতিল বলে গণ্য হবে মর্মে জানানো হয়।

এর আগে, সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনেই ১১ প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, ‘নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিলে হলফনামা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। চুয়াডাঙ্গা-১ (৭৯) ও চুয়াডাঙ্গা-২ (৮০) আসনের সকল প্রার্থীর হলফনামা যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। তাই সকল প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর দুজন মনোনয়ন দাখিল করেন, দুটি মনোনয়পত্রই বৈধ হয়েছে। যেহেতু একই আসনে একই দলের দুজন প্রার্থী হতে পারবেন না। তাই প্রত্যাহারের শেষ সময়ের মধ্যে যে কোনো একজনকে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যত্থায় দুজনের প্রার্থীতাই বাতিল হবে।’

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর ঘোষিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে (চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা) মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৭ হাজার ৪৮১ জন। এর মধ্যে

পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫১ হাজার ৯৭১ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫০৩ জন।

অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে (জীবননগর, দামুড়হুদা ও সদর উপজেলার একাংশ) মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৬ হাজার ১৯৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ৩১ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ১৬৩ জন।

চুয়াডাঙ্গায় নানান আয়োজনে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালন

‘প্রযুক্তি ও মমতায়, কল্যাণ ও সমতায়, আস্থা আজ সমাজসেবায়’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নানা আয়োজনে চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালন করা হয়েছে ।

শনিবার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহরের বিশেষ বিশেষ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নয়ন কুমার রাজবংশী। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশিদ।

এরপর সভায় সমাজসেবার বিভিন্ন কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে শীর্ষক আলোচনা সভা করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, ‘আমাদের সমাজে যেসব শিশু শারীরিকভাবে কোনো না কোনো সমস্যায় ভুগছে, তারা কোনোভাবেই সমাজের বাইরে নয় বা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং তারা আমাদের সমাজেরই একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বহু গুণী ও প্রখ্যাত ব্যক্তি শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অসাধারণ মেধা ও জ্ঞান

দিয়ে সমাজ ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কেউ হাঁটতে পারেননি, হুইলচেয়ারের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁদের চিন্তা, মেধা ও সৃজনশীলতা পুরো সমাজকে আলোকিত করেছে। সমাজের সকল মানুষের প্রতি আহ্বান জানাতে চাই আমাদের চারপাশে যে সকল শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু রয়েছে তাদের যেন আমরা কখনোই অবহেলার চোখে না দেখি। কারণ হতে পারে এই শিশুটিই একদিন আমাদের সমাজকে গর্বিত করবে ও আলোকিত করবে’।

তিনি আরও বলেন, ‘যে শিশু শারীরিক সমস্যায় ভুগছে, তাকে কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়। বরং তাকে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সমান মর্যাদা দেওয়াই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।একই সঙ্গে বিদ্যালয় পর্যায় থেকেই শিক্ষার্থীদের এসব বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা জরুরী। স্কুলের শিশুদের বোঝাতে হবে তাদের সহপাঠীদের মধ্যে কেউ শারীরিক সমস্যায় থাকতে পারে, কিন্তু তাতে তারা কম যোগ্য নয়। তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে। কোনোভাবেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না’।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং নানান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।